দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 5-JUL-2008

আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ॥ গঠনতন্ত্র সংশোধন জরুরী

মহিউদ্দিন আহমেদ ॥ গঠনতন্ত্র সংশোধন করা না হলে ২০১৩ সালের মধ্যে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। গঠনতন্ত্রের ২৭(৪) ধারা অনুযায়ী ২০১৩ সাল থেকে সরকার কোন প্রকার আর্থিক অনুদান দেবে না। গঠনতন্ত্রের অন্য একটি ধারা বলে আগামী বছর থেকে কোন শিক্ষার্থীর কাছ থেকেও উন্নয়ন ফি বাবদ কোন টাকা নিতে পারবে না কর্তৃপক্ষ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ১শ' টাকা বেতন ও ভর্তি ফরম বিক্রির ৪০ ভাগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এই আয় দিয়ে কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হোসেন ছিদ্দিক। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা না হলে ২০১৩ সালের মধ্যে ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটে পড়বে প্রতিষ্ঠানটি। এই অবস্থা লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান।

২০০৫ সালে ৩৩ কোটি ৪৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকার প্রকল্প বরাদ্দ নিয়ে বিলুপ্ত জগন্নাথ কলেজে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করে। ওই টাকার বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় হয় ভবন নির্মাণসহ উন্নয়নমূলক কাজে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে সরকারের কাছে কোন বাজেট পেশ করেনি তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক আয়েশা শিরিন রহমান। ওই শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফরম বিক্রির কোন টাকাও জমা দেয়া হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুদান পেয়েছিল দেড় কোটি টাকা।

২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের পর ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে সরকারের কাছে ১২ কোটি টাকা বাজেট চাওয়া হয়। সরকার ১০ কোটি টাকা দেয়। উক্ত অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি ৩০ লাখ। বাকি ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিজেদের তহবিল থেকে খরচ করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। ওই অর্থবছরে ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে আয় হয়েছে ৫৬ লাখ। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা উন্নয়ন ফি ও মাসিক ১শ' টাকা বেতন থেকে একই অর্থবছরে আয় হয়েছে আরও ৪৪ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে দেখা গেছে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে ৮ কোটি টাকা। এ বছর ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে আয় হয়েছে ৭২ লাখ টাকা। মাসিক ফি ও উন্নয়ন ফি থেকে আরও আয় হয়েছে প্রায় ৪০ লাখ টাকা। এই অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে, আয়ের চেয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রের ২৭(৪) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনপুনিক ব্যয় যোগাতে সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং পঞ্চম বছর হতে উক্ত ব্যয়ের শতভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস হতে বহন করতে হবে। এই ধারা অনুযায়ী আগামী ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে দেবে ৬ কোটি টাকা। ১০-১১ অর্থবছরে ৪ কোটি ১১-১২ অর্থবছরে ২ কোটি, ১২-১৩ অর্থবছরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোন আর্থিক সহযোগিতা পাবে না। এদিকে গঠনতন্ত্রের অন্য এক জায়গায় লেখা আছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা উন্নয়ন ফি নিতে পারবে কর্তৃপক্ষ। গঠনতন্ত্রের এই নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছরের জুন মাস ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ সময়। তাই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি ও মাসিক ফি ছাড়া উন্নয়ন ফির নামে কোন অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। এর ফলে আয়ের আরেকটি বড় উৎস বন্ধ হয়ে গেল। প্রসঙ্গত চলতি অর্থবছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কোন আয়ের উৎস নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র বলেছে, আর্থিক অনটনের কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য হল নির্মাণ করা যাচ্ছে না। একই কারণে গবেষণাগারও করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ৫ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হলেও ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতির লেখাপড়া চালু হওয়ায় বর্তমানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ২২০০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানো হচ্ছে। বর্তমানে ২৭ হাজার শিক্ষার্থী থাকলেও ২০১৩ সালের মধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ হাজারে। তখন বেতন থেকেও প্রাপ্ত আয় কমে যাবে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৭৯ শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। এর মধ্যে কর্মরত রয়েছে ৫০৫ জন। বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। অনুমোদিত শিক্ষকের পদ ৪৬৮। প্রেষণে ৩৪২ জন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ১২৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছে ৩০৫ জন।

অনুমোদিত কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৫২ জন। এর মধ্যে প্রেষণে ৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ৪৮ জন। কর্মরত ৩১ জন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

কর্মচারীর অনুমোদিত পদ হচ্ছে ২৫৯ জনের। প্রেষণে আছে ১০৩ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ১৫৬ জন। কর্মরত ১৬৯ জন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান জনকণ্ঠকে বলেন, আয় থেকে ব্যয়ের ধারণা অবাস্তব। সরকারী আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা যাবে না। সরকার যেন আর্থিক অনুদান দিতে কোন আইনি বাধা না থাকে এ জন্য গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। গঠনতন্ত্রের যে সকল ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে ওইসব ধারা চিহ্নিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আয় হতে ব্যয় মিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার ধারণা বাস্তবায়নের মডেল হিসাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ২০০৫ সালে চালু করে।